আসানসোলের দুই ছাত্র রাজ্যে পঞ্চম

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রাজ্যে পঞ্চম রোহিত কুমার (বামদিক) শমীক দত্ত (ডানদিক) নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের তিন দিনের মাথায় প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিকের ফল। আর সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ৮৫ দিন হলেও উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ৬১ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবছর রেগুলার পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৩৪ জন। পরীক্ষায় বসেছিল ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬০৩ জন। পাশ করেছে ৬ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩৫ জন। পাশের হার ৮৪.২০ শতাংশ। মাধ্যমিকের ন্যায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও রাজ্যের মেধা তালিকা দশের মধ্যে বর্ধমান জেলার দুই ছাত্র স্থান করে নিয়েছে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ২ ছাত্র ছিল পূর্ব বর্ধমানের আর এবার উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে দুই ছাত্র হল পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের। আসানসোলে যুগ্মভাবে দুটি ছাত্র পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। আসানসোলের মহিসিলার আটাচাকি গলির বাসিন্দা রোহিত কুমার ও মহিশিলার বাসিন্দা শমীক দত্ত। দুজনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৫। মঙ্গলবার ফল ঘোষণার পর টিভিতে প্রথম জানতে পারে রোহিত। আসানসোল ওল্ড স্টেশন হাইস্কুলের ছাত্র রোহিত পঞ্চম হওয়ার কথা জানার সাথে সাথে বাড়িতে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। পাড়া প্রতিবেশিরাও বাড়িতে এসে হাজির হয়। রোহিতের বাবা অসীম কুমার এদিন বাড়িতেই ছিলেন। তিনিও ছেলের সাফল্যে ভীষণ খুশি। পড়াশোনায় বরাবরে ভাল ছাত্র বলে পরিচিত রোহিত এদিন বলে, মাধ্যমিকে ৬ষ্ঠ হয়েছিলাম। এবারে ভাল ফল হবে আশা করেছিলাম। তবে এত ভাল হবে আশা করিনি। হয়ে গেছে ভাগ্য ও পড়াশোনার উপর নির্ভর করেছে। পরীক্ষার আগে একটু বেশি পড়তাম। আমার হবি কম্পিউটার গেম খেলা ও সিনেমা দেখা। আগামী দিনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রোহিত বলে, যতটা পড়াশোনা করা যায় ততটা পড়াশোনা করা উচিত। অপরদিকে মহিশিলার আর এক পঞ্চম স্থানাধিকারী পরীক্ষার্থী শমীক দত্ত ঊষাগ্রাম বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র বলেন, পড়াশোনায় আজকে সাফল্য পেয়েছি খুব ভালো লাগছে। পড়াশোনা আমি রাত জেগে বা সারা দিন ধরে করতাম এমন না। তবে আট থেকে দশ ঘন্টা পড়াশোনা করতাম। আগামী দিনে কমার্স নিয়ে পড়তে চাই। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে স্কুলের শিক্ষকরা সমস্ত ধরণের সাহায্য করেছেন বলে জানায় শমীক। এদিন পেশায় শিক্ষিকা শমীকের মা ইপ্সিতা দত্ত বলেন, ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছে, আজকে আমার জীবনে সাফল্যের দিন। ও বরাবর ভালো রেজাল্ট করত। ওর বাবাও শিক্ষক। পড়াশোনার ব্যাপারে যাতে ভাল রেজাল্ট করতে পারে আমরা সে ব্যাপারে সব সময় নজর রাখতাম। আগামী দিনে শমীক কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করে সিএ হতে চাই। ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে পৌঁছে যান আসানসোলের বিধায়ক তথা এডিডিএ-র চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও শমীককে ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, আজ থেকে আমাদের পাড়ার সবাইকে ওর পরিচয়ে পরিচিত হতে হবে। আমরা খুব গর্বিত। ওর বাবা খুব ভালো শিক্ষক। বাইরে প্রচুর ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছেন। আজকে নিজের ছেলেকে ভালো শিক্ষা দিতে পেরেছেন। আগামী দিনে আসানসোল শহর ওর জন্য গর্ববোধ করবে। সব মিলে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আসানসোলের দুজন ছাত্র পঞ্চম স্থানাধিকারী হওয়াই খুশি আসানসোলের মানুষ।

মানকরে পড়ল দলিত পোস্টার

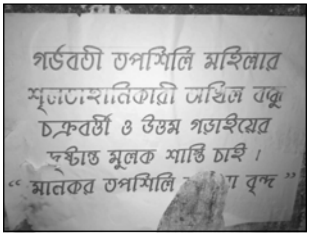

গর্ভবতী তপশিলি মহিলার
শ্লীলতাহানিকারী অখিল বন্ধু
চক্রবর্তী ও উত্তম গড়াইয়ের
দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই।
" মানকর তপশিলি ... বৃন্দ "

নিজস্ব সংবাদদাতা, বুদবুদ ঃ মানকরে পোস্টার পড়লো দলিত মহিলাদের পক্ষ থেকে। পোস্টারে কঠোর শাস্তির দাবী করলো দলিত মহিলারা বিজেপির দুই কর্মীর বিরুদ্ধে। এলাকায় এই পোস্টার ঘিরে চরম চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে পোস্টারে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তারা বিজেপির কর্মীর থেকে বেশী তৃণমূল কর্মী। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে এরা তাদের দলের নয় বিজেপির। ফেসবুকে বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোঙারের বিরুদ্ধে আউশগ্রাম ২নং ব্লকের এক মণ্ডল নেতা স্মৃতিকান্ত মন্ডল আবেদন করেন নরেশ কোঙারকে ধিক্কার জানাতে। স্মৃতিকান্ত মন্ডল ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে অভিযোগ করেন নরেশ কোঙার ফাঁদ পেতে মিথ্যা মামলায় জেল খাটাচ্ছে বিজেপির দুই কর্মীকে। ফেসবুকে এই অভিযোগও তোলেন নরেশ কোঙার নিজেকে রাজ্য কমিটির সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ান। এরপর মানকরে দলিত মহিলাদের দেওয়া পোস্টারকে ঘিরে গলসি ১নং ব্লকে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে গর্ভবতী তপশিলী মহিলার শ্লীলতাহানীকারী অখিলবন্ধু চক্রবর্তী এবং উত্তম গড়াই এর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই। এই অখিলবন্ধু চক্রবর্তী এবং উত্তম গড়াইয়ের স্বপক্ষে এবং নরেশ কোঙারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট করেন বিজেপির এক নবীন নেতা স্মৃতিকান্ত মন্ডল। বিজেপির চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে কাঁকসা ব্লকের নতুন গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনার পর। অভিযোগ উঠে এক তৃণমূল নেতা ধর্ষণ করে নাবালিকাকে। নাবালিকা তার মামার বাড়িতে থাকলেও তার আসল বাড়ি ছিল মানকরে। ক্ষুব্ধ নতুনগ্রামবাসী আগুন ধরিয়ে দেয় ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বাড়িতে। ধর্ষিতা নাবালিকার বাবা সহ সতেরো জন গ্রেফতার হয়। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোঙার অভিযোগ করেন মানকরে নাবালিকা থাকার সুযোগ নিয়ে তৃণমূলের কর্মীরা আপোস করার লোভ দেখায়। পাড়ার বাসিন্দারা মারধর করে আগত তৃণমূল কর্মীদের। সেই সময় এই দুই যুবক গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি মারে। এরপর মহিলাকে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং বুদবুদ থানায় অভিযোগ করলে গ্রেফতার করা হয় এদের বলে জানান বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোঙার। তবে নরেশ কোঙার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন এরা বিজেপির পোশাক পড়ে কার্যত তৃণমূল করে। এই বিজেপি নেতা বলেন, দলিত মহিলারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করেছেন পোস্টারের মধ্য দিয়ে, কারণ শাসকদল এই ধর্ষণ মামলায় তৃণমূল নেতাকে বাঁচাতে চাইছেন।

দামোদর সংস্কারে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বাংলার দুঃখের নদ দামোদরের পলিসংস্কার করে নদের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় নদী বিকাশ এবং গঙ্গা সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী উমা ভারতীর মন্তব্যকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এরাজ্যের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ নদ দামোদর। এরাজ্যের বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান পশ্চিম,হুগলি এবং হাওড়ার বেশ কিছু অঞ্চলের জনজীবন এই নদের জলের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কৃষিতে সেচের বেশ কিছু অঞ্চলের জনজীবন এই নদের জলের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কৃষিতে সেচের কাজেই হোক বা শিল্পের জন্য জলের যোগান আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের পানীয় জলের জন্য দামোদর নদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই নদ দীর্ঘকাল আগে অতি গুরুত্ব পেয়ে জহরলাল নেহেরুর সময়কালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা সংক্ষেপে ডিভিসি তৈরী করা হয়েছিল। দামোদরের বুকে চেকড্যাম্ব তৈরী করে তার জলকে ধরে রেখে এই জল থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরী হোক বা সেচের জন্য জল এর যোগান এই লক্ষ্যেই দামোদরের জল ধরে রেখে এই জল থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরী হোক বা সেচের জন্য জলের যোগান এই লক্ষ্যেই দামোদরের জল ধরে রাখা হয়। দামোদরের জল আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়ার শিল্পাঞ্চলগুলিতে শিল্পের জল যোগান দেয় এই দামোদর। রাজ্যে বামসরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে মা-মাটি-মানুষ এর সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরেই এরাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন ইউপিএ ২ সরকারের সেচমন্ত্রক এর কাছে দামোদরের পলিসংস্কারের জন্য পরিকল্পনা জমা দিয়েছিলেন বলে দাবি খোদ সেচমন্ত্রীর। প্রথমে সমস্যা হিসাবে এসেছিল দামোদরের বিপুল যে পলি নদীগর্ভ থেকে উঠে আসবে তা কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে। রাজ্যের বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে সেচদপ্তর তাদের নিজস্ব কিছু ফাঁকা জমিতে এই পলি রাখবে বলে জানায়। তারপরে দামোদর দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেলেও আজ কেন্দ্রের উদাসীনতায় দামোদরের পলি সংস্কার হয়নি। আর তার জেরেই দামোদরের জলধারণ ক্ষমতা প্রতিবছর কমে আসার জন্য বর্ষার সময় দামোদরের নিম্নঅববাহিকা অঞ্চলের বর্ধমান পূর্বের বেশ কিছু অঞ্চল, হুগলি জেলার বহু ব্লক এবং হাওড়ার বেশ কিছু এলাকা জলে ডুবে যাচ্ছে। অন্যদিকে দামোদরের জলকেও আর ধরে রাখতে না পারার কারণে সেচের জলের যোগানেও ভাটা পড়েছে। কৃষ্ণনগর থেকে দুর্গাপুর হয়ে সোমবার রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি গেলেন কেন্দ্রীয় নদী বিকাশ মন্ত্রকের মন্ত্রী উমা ভারতী। দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন জানেন কেন্দ্রের কাছে কোনো কাজের জন্য প্রকল্পের পূর্ণ পরিকল্পনা জমা দিতে হয়। শুধু ভাষণ দিয়ে কোনো কাজ হয়না। এরাজ্যের সরকার যদি সেরকমভাবে সুনির্দিষ্টভাবে দামোদর নিয়ে প্রকল্প জমা দেন আমি বলছি দামোদরের পরিসংস্কার করা হবে। কোনো রাজ্যের নদীকে সংস্কার করতে হলে সেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রক এর বাজেটে তার উল্লেখ থাকতেই হবে। শুধু মুখে বলে বা দিলেই সব হয়না। দামোদরের সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার এবং সিডব্লুসি এর ইঞ্জিনিয়াররা দামোদরের সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে রাজ্যের অর্থমন্ত্রকের বাজেট কেন্দ্রকে দিলেই কেন্দ্র দামোদরের পলিসংস্কারের জন্য চেষ্টা করবে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। উমা ভারতী গোহত্যা আটকানোর জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যে বিল আনা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে বলেন, আমি গোহত্যা আটকানোর জন্য যে বিল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আনা হতে চলেছে তাকে সমর্থন করছি। তবে সবশেষে উমা ভারতী বলেন, ভোটের সময় ছাড়া অন্যসময় কারো সাথে কোনো লড়াই নেই। বাংলা তো আমাদেরই। বাংলার কোনো ক্ষতি হলে তো এরাজ্যের লক্ষ লক্ষ যুবকের ক্ষতি হবে। তবে কেন্দ্রের নদী বিকাশ মন্ত্রী কথা উড়িয়ে দিয়ে এরাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রে ইউপিএ ২ সরকারের সময়কালেই আমরা প্রকল্প জমা দিয়েছি উনি হয়তো তা দেখেনি। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দামোদর এর পলিসংস্কারের জন্য বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট দিয়েছি। মুখে নয় আমরা লিখিত দিয়েছি। আর তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা কেন সেসব রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সাথে নদীসংস্কার নিয়ে বৈঠক করছেন না? তাহলেই সব সমস্যা মিটেই যায়। দামোদর এর পলি সংস্কার নিয়ে এর আগে দামোদরে নৌকা নিয়ে ঘুরে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ ২ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাহুল সিনহা। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কেন দামোদরের পলিসংস্কার নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যের দিকেই শুধু আঙুল তুলছে?

বর্ধমানে বিদ্যুতের উন্নয়ণে ৭০০ কোটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বিদ্যুতের উন্নতি ও নানা সমস্যার সমাধানের জন্য সোমবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসলেন বর্ধমানের জেলাশাসক, জেলা সভাধিপতি সহ বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকেরা। জানা গেছে, বিদ্যুৎ দফতরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সাতশো কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এদিন আলোচনায় উঠে আসে ছোটখাটো শিল্প-কারখানাগুলি ৫০ কেভির ওপরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সব সমস্যা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানালে তার সুরাহা কখনও হয়, আবার কখনও হয় না। তাই বিদ্যুতের ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করার জন্য কী কী করণীয় সে সব নিয়ে বিস্তারিতভাবে এদিনের সভায় আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় উঠে এসেছে লো-ভোল্টেজের সমস্যা নিয়েও। যাতে লো-ভোল্টেজ আর কোথাও না থাকে, লোডশেডিংয়ের সমস্যা না থাকে সে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতে যাতে আর কোনো ধরণের সমস্যার মধ্যে গ্রাহকদের পড়তে না হয় সেই জন্য ১৭টি নতুন ফিডার বসানো হবে। বিশেষ করে মন্তেশ্বর, ভাতার, নারুগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় এই নতুন ফিডার বসানো হবে। এজন্য ৭০০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ দপ্তরের হাতে এসেছে।

বৈঠক শেষে সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে লো-ভোল্টেজ যাতে না হয়। সেই জন্য জেলায় নতুন করে ১৭টি ফিডার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আইসিএসইতে রাজ্যে দ্বিতীয় সুক্রীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ আই সি এস ই পরীক্ষায় ৯৮.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পূর্ব বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র সুক্রীয় চক্রবর্তী। সোমবার দুপুরের পর এই খুশির খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই স্কুলে ও তার বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সুক্রীয়র বাড়ী নদীয়ার কল্যাণীতে হলেও তার মা ও বাবার চাকরি সূত্রে বর্ধমানের কালীবাজারের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে। তার বাবা সুস্মিত চক্রবর্তী একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। মা ছন্দা চক্রবর্তী শিক্ষা দপ্তরে কাজ করেন।

সুক্রীয় জানায়, আমি খুব একটা খারাপ ফল আশা করিনি। ৯৫ শতাংশর ওপরই নম্বর আশা করেছিলাম। আমাকে আমার স্কুলের শিক্ষকরা বারেবারে বলতেন তুমি সারা ভারতে বা রাজ্যে ভাল ফল করবে। ওনারা আমাকে যে ভাবে গাইড দিয়েছেন ও এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তাই ওনাদেরকে এই সাফল্য আমার উপহার দিলাম। আমার পড়াশোনার সময়ের কোনো বাধা ধরা নিয়ম ছিল না। আমার বায়োলজি খুব ভালো লাগে। বাবা ও মায়ের পরে সমস্ত শিক্ষকরা আমাকে সবরকম সহযোগিতা করেছেন। আমি ছোট থেকেই সেন্ট জেভিয়ার্সেই পড়েছি। গনিতে ১০০, বিজ্ঞানে ১০০, কম্পিউটারে ১০০, ইংরাজিতে ৯৫ ও বাংলায় ৯৫ পেয়েছি। সে চিকিৎসক হতে চায়।

ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভালো বলে জানান সুক্রীয় মা ছন্দা চক্রবর্তী। তিনি চান, ছেলে তার পড়াশোনায় এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখুক। তার ওই স্বপ্ন দেখিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই।

বিয়ের ৭ দিনেই ডিভোর্স ঃ আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বিয়ের পর মাত্র সাত দিনের মাথায় নতুন জামাইকে শ্বশুর বাড়িতে ডেকে জোর করে ডিভোর্স পেপারে সই করে নেওয়ায় চূড়ান্ত অপমান ও লজ্জায় আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃতেরনাম ইউনুস মোল্লা শেখ (২৬)। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর খবর তাঁর বাড়ি বীরভূমের ইলামবাজার থানার ছোটচক গ্রামে পৌঁছতেই গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। পাশাপাশি এই মৃত্যুর জন্য শ্বশুর বাড়ির লোকেদের দায়ী করে অভিযোগ তুলেছেন মৃত যুবকেরবাবা জাহিরুল শেখ। তরতাজা যুবক ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। সোমবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছেলের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে বারবার মুর্চ্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন, আমরা দেখেশুনেই এই গ্রামের পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা হাফিজুর মল্লিকের মেয়ে জাহিরুন্নেষার সঙ্গে আমার ছেলে ইউনুসের বিয়ে দিয়েছিলাম। গত সোমবার বেশ আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়েই সমস্ত রীতিনীতি মেনে বিয়ের পর্ব শেষ হয়েছে। বিয়েতে আমার ছেলেকে যেমন খুশি দেখেছি তেমনি নতুন বৌমাকেও একইভাবে আনন্দে মেতে উঠতে দেখা গেছে। কিন্তু কি এমন হল যে বিয়ের সাত দিন পর আমার ছেলেকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোর করে ডিভোর্স পেপারে সই করিয়ে নিল। ছেলে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে কেঁদে ভাসাল। বলল, তারা জোর করে ডিভোর্স পেপারে সই করিয়ে নিয়েছে। তার কারণ কিছুই জানায়নি। তারপরই আমাদের গোচরে সে বিষ খেয়ে নেয়। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ও পরে বর্ধমান মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না।

উচ্চমাধ্যমিকে কাঁকসাতে এগিয়ে মেয়েরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা ব্লকের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার ছেলেদের টপকে গেল মেয়েরা। গোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা এবার সেরা কাঁকসা ব্লকের মধ্যে। তবে সিলামপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফলাফল এবার সবচেয়ে খারাপ এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কাঁকসা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবারও নিজেদের ভালো ফলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। কাঁকসা ব্লকের ফলাফলের দিকে জঙ্গলমহল এলাকার মলানদীঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিজের মান বজায় রাখতে পেরেছে। কাঁকসা ব্লকের মধ্যে ক্রমাগত খারাপ ফলাফল করছে সিলামপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পল্লবী চক্রবর্তী ৪৬৩ পেয়ে কাঁকসা ব্লকের মধ্যে সেরা হয়েছে। কাঁকসা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মৌ কুম্ভকার ৪৪৫ পেয়েছে। ৪৪৪ পেয়েছে এই স্কুলের মেয়ে ইশ্মাতারা খাতুন। গোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রাজা অধিকারী পেয়েছে ৪১৫। কাঁকসা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২৬ পেয়েছে জয় কেশ। জঙ্গলমহল এলাকার মলানদীঘি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জীবনময় ঘোষ পেয়েছে ৪১৯। অযোধ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের শুভম মন্ডল পেয়েছে ৪১১। আমলাজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অর্ঘ্য মন্ডল পেয়েছে ৪৪৫। সিলামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবী লাহা পেয়েছে ৩৫৪। সর্বোচ্চ নম্বরে স্কুলগুলি এগিয়ে থাকলেও অকৃতকার্যের হার এবার বেশী। বেশ কিছু শিক্ষকের মতে রাজনৈতিক চাপের কারণে টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের পাশ করিয়ে দেওয়ার কারণেই ফলাফল খারাপ হয়েছে। তবে অভিভাবকদের মতে স্কুলের পড়াশোনার মান একেবারেই তলানিতে নেমে যাওয়ায় ফলাফল ভালো হচ্ছে না। কাঁকসা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ফলাফল কেন সার্বিকভাবে সঠিকমানে পৌঁচাচ্ছে না তা পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চক্ষু শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুর সিমেন্ট এবং মলানদিঘী নবারুণ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মলানদিঘী নবারুণ ক্লাবের অডিটোরিয়াম হলে হয়ে গেল এক চক্ষু পরীক্ষা শিবির। ক্লাবের পক্ষ থেকে বরুণ ঘোষাল বলেন, এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ২০৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা হয় যার মধ্যে ৮০ জনের ছানি অপারেশন করা হবে পরে। সমাজসেবী বরুণ ঘোষাল বলেন, দুর্গাপুর সিমেন্ট কারখানার কাছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শিবিরের আবেদন করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায় এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির কিছু দিনের মধ্যেই করা হবে।

১২১ বোমা উদ্ধারে গ্রেপ্তার ২৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ দু-দশটি নয়, একেবারে শতাধিক তরতাজা বোমা উদ্ধার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এক পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে, গতকাল রাতভর জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। সেই অভিযান চালিয়ে ঝোপ-ঝাড়সহ পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ১২১টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত বোমাই সিজ করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ২৩ জন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক সঙ্গে প্রচুর বোমা উদ্ধার ও অনেক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তারের ফলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে জেলা জুড়ে। জানা গেছে, রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গোটা রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় পুলিশ বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। এর ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গতকাল সারা রাত পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত থানা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এই অভিযান ধারাবাহিক চলবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।